যায়যায়দিন

৭

Dhaka Sunday 22 March 2009

জীবন বাঁচাতে জীবন সাজাতে শুরু হোক পানি নিয়ে সমন্বিত নতুন ভাবনা

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

'একুশ শতকে যদি বিশ্বযুদ্ধ হয়, তবে তার প্রধান ইস্যু হবে পানি।' ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনিরোতে ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল মরিস স্ট্রং এমন মন্তব্য করেছিলেন। আর অতি সম্প্রতি 'ওয়াটার ইন অ্যা চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড' শিরোনামে প্রকাশিত ৩৪৮ পৃষ্ঠার জাতিসংঘ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 'পৃথিবী ভয়ঙ্কর এক পানি সঙ্কটের দিকে এগিয়ে চলছে। এ সঙ্কট তৈরি হচ্ছে বাড়তি জনসংখ্যা ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকা এ সঙ্কট তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে দারুণ বিপদে ফেলবে, নষ্ট করবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শান্তি। পানি নিয়ে অঞ্চলে অঞ্চলে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে কিংবা জনগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীতে সংঘাত-সংঘর্ষ দেখা দেবে, যা নষ্ট করবে সামাজিক স্থিতিশীলতা। বিপন্ন করবে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি। পৃথিবীকে ঠেলে দেবে নতুন নিরাপত্তা হুমকির দিকে।' উদ্ধৃত মন্তব্য ও প্রতিবেদন স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর মানুষ কোন্ মহাবিপদের দিকে যাচ্ছে। এ বিপদ যে বেগে ছুটে আসছে, মানুষ কি অন্তত সেই বেগে বিপদ মোকাবেলায় প্রস্তুত? একবার ভাবুন তো আমরা যারা এ দেশটিতে বাস করছি, আমরা কি প্রকৃতির প্রতি আমাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করছি?

প্রতি বছরের মতো এবারো ২২ মার্চ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পালিত হবে 'বিশ্ব পানি দিবস'। বাংলাদেশেও দিবসটি যথাযোগ্য আনুষ্ঠানিকতায় পালিত হবে। কিন্তু শুধু আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে দিবসটি পালনই কি যথেষ্ট? পৃথিবীতে মানুষ যতো বাড়ছে, ততোই বাড়ছে পানির চাহিদা। অথচ সে হারে বাড়ছে না পানির পরিমাণ। উল্টো কমে আসছে পানির উৎস। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, প্রতিবছর ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ২ মিটারের বেশি হারে নেমে যাচ্ছে। একই পরিসংখ্যান মতে, গত ১২ বছরে পানির স্তর নেমে গেছে প্রায় ৩৪ মিটার বা ১১১ ফুট। এ কারণে শুকনো মৌসুমে প্রায় ৫০ ভাগ জমিতে অগভীর নলকূপ কাজ করে না। এদিকে ভূগর্ভস্থ পানি কমে আসার কারণে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন মহানগরী ও আশপাশের এলাকায় পানি সঙ্কট তীব্রতর হচ্ছে। দেশে নদীর পানি দূষিত হয়ে পড়ার কারণে তা ব্যবহার উপযোগী থাকছে না। মানবসৃষ্ট এ দূষণ ঠেকাতে বহু উদ্যোগের কথা শোনা গেলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দেশের নদী-নালা, খাল-বিল অনেকাংশে ভূমিদস্যুদের দখলে যাওয়ার কারণে একদিকে যেমন পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে, তেমনি পানি সঙ্কট বাড়ছে। অথচ এ নিয়ে কোনো পরিকল্পিত পদক্ষেপ ও ব্যবস্থাপনা নজরে আসছে না।

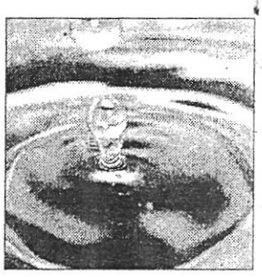

পৃথিবীর মোট পানির ৯৭ ভাগই লবণাক্ত, না পানের অযোগ্য। অন্যদিকে সারা পৃথিবীতে পানযোগ্য পানির পরিমাণ মাত্র ২.৫ থেকে ৩ ভাগ। এ অবস্থায় দ্রুত বাড়তে থাকা জনগোষ্ঠীর কৃষিকাজ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, পয়ঃনিষ্কাশনসহ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে পানির চাহিদা ও ব্যবহার বেড়েই চলেছে। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০৫০ সালে পৃথিবীর

আজ বিশ্বব্যাপী যে পানি সঙ্কটের কথা ধ্বনিত হচ্ছে, তার সূত্র ধরে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো সেটা নিশ্চিত। তবে আমরা যদি এখন থেকে বিজ্ঞানভিত্তিক ও সময়োপযোগী পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারি, তাহলে অন্তত প্রতি বছরের হাহাকার থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পাবো। রাজধানী ও এর আশপাশের নদী এবং খালগুলো ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে পানি দূষণমুক্ত করার উদ্যোগ এখনই হাতে নিতে হবে।

জনসংখ্যা দাঁড়াবে নয়শ কোটিতে, যার সিংহভাগই বৃদ্ধি পাবে তৃতীয় বিশ্বে। ফলে পৃথিবীব্যাপী যে সঙ্কটই তৈরি হোক না কেন তার সর্বাধিক প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। এজন্য দায়ী আমাদের পরিকল্পনাহীন কর্মকাণ্ড, ভোগ-বিলাস ও অপরিকল্পিত জীবনযাত্রা। প্রতি বছরেই রাজধানীসহ দেশের সব মহানগরীতে পানি সঙ্কটে নাকাল হয়ে পড়ে নগরবাসী। বছরের পর বছর কেটে যায় কিন্তু এ সঙ্কটের সুরাহা হয় না। বিদ্যুতের অভাবে বিভিন্ন স্থানে পানি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত ব্যাহত হয় বলে শোনা যায়। অথচ দেশের প্রতিটি পানির পাম্পে স্থায়ী জেনারেটর থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে তা নেই। এরই মাঝে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যমুনা নদী থেকে পানি এনে রাজধানীর পানি সমস্যা সমাধান করার পরিকল্পনার কথা শোনা গিয়েছিল। অথচ ঢাকার অদূরে ধলেশ্বরী, ঢাকার পাশে ও ভেতরের শীতলক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গা, বালু ও তুরাগ নদী সংস্কার ও দূষণমুক্ত করে পানি সমস্যা কিছুটা হলেও লাঘব করা সম্ভব।

আজ বিশ্বব্যাপী যে পানি সঙ্কটের কথা ধ্বনিত হচ্ছে, তার সূত্র ধরে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো সেটা নিশ্চিত। তবে আমরা যদি এখন থেকে বিজ্ঞানভিত্তিক ও সময়োপযোগী পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারি, তাহলে অন্তত প্রতি বছরের হাহাকার থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পাবো। রাজধানী ও এর আশপাশের নদী এবং খালগুলো ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে পানি দূষণমুক্ত করার উদ্যোগ এখনই হাতে নিতে হবে। বিশ্বব্যাপী আজ পরিবেশ ও পানি সঙ্কটের যে ভয়াবহ বার্তা ভেসে বেড়াচ্ছে, তা থেকে কিছুটা রেহাই পেতে হলে এখন থেকেই সার্বিকভাবে নদী ও পানি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক উদ্যোগ এবং কার্যকর পদক্ষেপ। এর পাশাপাশি দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাইড্রোলজি বিষয়ে ব্যাপক কোর্স চালু করা দরকার। পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রাজাধানীসহ সারাদেশে জলাধার (ওয়াটার স্পেস) তৈরি করা প্রয়োজন। কোনো শিল্প বা কলকারখানার মালিক যাতে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা বা অন্য কোনো নদীতে বর্জ্য ফেলে পানি দূষিত করতে না পারে– সেজন্য সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পানি সঙ্কট মোকাবেলায় দেশের সব শ্রেণী-পেশার মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সরু বা মরা খাল আছে, সেগুলোকে প্রশস্ত করে প্রাণ জাগাতে হবে। গ্রামীণ জনপদে সেচসহ দৈনন্দিন কাজে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পরিকল্পিত জলাধার তৈরি ও খাল-বিলকে ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে হবে।

এবারের বিশ্ব পানি দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক– বিশুদ্ধ পানি বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া। মনে রাখতে হবে, পানির অপর নাম জীবন। পানি নিয়ে সৃষ্ট সঙ্কট প্রকারান্তরে জীবনকেই বিপর্যস্ত করে তুলবে। তাই জীবন বাঁচাতে, জীবন সাজাতে হাতে হাত রেখে সমন্বিতভাবে আজ থেকেই শুরু হোক পানি নিয়ে নতুন ভাবনা। আমাদের সময়োপযোগী উদ্যোগই পারে সমস্যার দ্রুত নিরসন করতে। বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে আমরা বলতে চাই 'পানি নিয়ে ভাবনা, আপাতত আর না'। এ কথা বলার শক্তি ও সাহস আমাদের আছে।

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা: ডিন, শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা অনুষদ উত্তরা ইউনিভার্সিটি।